সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
মার্চ ১৯৯৫

প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস

৬ কোটি ভোটারের নির্বাচনী পরিচিতি পত্র তৈরি এবং সাবালক এই জনগোষ্ঠীর নাগরিক তথ্যাদির এক বিশাল ডাটাবেজ সৃষ্টির কাজে হাত দিতে যাচ্ছে সরকার। বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রথা, সামাজিক-রাষ্ট্রীয় তথ্য সুমারী এবং বিকাশমান তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের জন্য এ পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পদক্ষেপকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাতে গিয়ে আমরা একটি কারণে সংশয়ে ভুগছি এবং জাতীয় গুরুত্ব বহনকারী এ কাজের বিশালত্ব, তাৎপর্য এবং এর কারিগরী-প্রায়োগিক দিক নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা বা কাজের ভাগবন্টনের আগে এ কাজটি জাতীয়ভাবে সম্পাদন করার জন্য সরকারের সর্বোচ্চ মহল, নির্বাচনী কমিশন, কাজ সম্পাদনে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান, কমপিউটার সমিতি ও পেশাজীবী বিশেষজ্ঞ মহলের মধ্যে একটি বৈঠক দাবী করছি। কারণ, এতে কেবল অর্থ ও কাজের প্রশ্ন জড়িত নয়– এর সাথে জাতীয় প্রযুক্তি মেধা ও ক্ষমতার গুরুতর পরীক্ষা এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত।

টঙ্গীতে মাত্র কয়েক হাজার ভোটারের আইডিকার্ড ও ভোটার তালিকা তৈরী করতে গিয়ে প্রদত্ত মেয়াদের বহুগুণ বেশী সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কোন সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না–এটাকে অভিজ্ঞতা হিসাবে নিয়ে সরকারের কাজ করতে হবে। জাপান, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়াসহ অন্যান্য বিকাশমান অর্থনৈতিক শক্তি এ ধরনের বৃহত্তর চ্যালেঞ্জে পড়লে জাতীয় মেধামনীষা, কর্মশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে কাজে নামতো। এমন ইতিবাচক পদক্ষেপ ও মনোভাবের অভাবেই আমাদের দেশে অগ্রগতি বিতর্ক, সংঘাত হানাহানি ও অনাসৃষ্টির মধ্যে বিনষ্ট হয়। ৬ মাস সময়ের মধ্যে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংগ্রহসহ এ বিশাল কাজ শেষ করা এবং দুমাসের মধ্যে সরঞ্জাম আহরণের সময়বন্দী কাজে শক্তি সমন্বয়ের তাগিদ যে বড়, তা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশন ডাটাবেজ তৈরির কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির প্রস্তাব বা টেণ্ডার আহ্বানের সময় এমনভাবে নির্ধারণ করেছেন, আগে থেকে প্রস্তুত না থাকলে কারোপক্ষে এ বিশাল কাজের প্রস্তাবপত্র মাত্র কয়েক দিনে পূরণ ও জমাকরণ অসম্ভব। আর যা হয়, এক্ষেত্রেও কথা উঠতে শুরু করেছে যে, বিশেষ কোন মহলকে কাজ দেয়ার ব্যাপার আগেই স্থির হয়ে গেছে এবং অভিজ্ঞতা হেতু তারা এ কাজ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা প্রক্সি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। এসব ধারণা যে ঠিক, তাও হয়তো নয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ধরণের জল্পনার সুযোগ দিয়েছেন কেন সেটাই বোধগম্য হচ্ছে না।

বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি এ সম্পর্কে প্রধান নির্বাচনী কমিশনের কাছে যে স্মারক লিপি দিয়েছেন তা আমরা দেখেছি। রেজিষ্টার্ড জাতীয় সমিতির সদস্য নয় এমন ফার্মকে তালিকা ভুক্ত না করার দাবী তাঁরা জানিয়েছেন। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রক্রিয়াজাত করণের দর এ সময়ে তারা উদ্ধৃত করতে চান না। কারণ, এতে টেন্ডারের সময় প্রতিযোগিতার দর এখন ফাস হবে। এসব যুক্তি ব্যবসায়িক কারণেই। তবে পদ্ধতিগত প্রশ্নে কমপিউটার সোসাইটি যে কথা তুলেছেন, তা গুরুত্ববহ। যেমন দেশের ১ লক্ষ লোকেশনে আইডি কার্ড ইসু করা। এর ৮০ ভাগ জায়গা বিদ্যুতহীন। প্রতি জেলায় ১০ লক্ষ ভোটার থাকলে ফিঙ্গারপ্রিন্টসহ ফরম-২ এর যাবতীয় তথ্য একক ডাটাবেসে রাখলে একাধিক সুপার কমপিউটার দরকার হবে। বস্তুতঃ কমপিউটার বিজ্ঞানী প্রকৌশলীদের দেশে কোন সুপার কমপিউটার নেই। যা আছে তা মাইক্রো/মিনি। থানাভিত্তিক ডাটাবেস তৈরী করে তার সাথে জেলা ও কেন্দ্রকে যুক্ত করার ক্ষমতা মাইক্রোর বা মিনির আছে। সমিতি ফিঙ্গারপ্রিন্ট-এর ব্যাপারে যুক্তিবহ কথা তুলেছে। ৬ কোটি লোকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ধারণ ও নিয়ত পরীক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। আমাদের সুপার কমপিউটার, ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক হলে পরবর্তীকালেও এটা যুক্ত করা যাবে, তাড়াহুড়ার মধ্যে বোঝাটা বাড়িয়ে কী লাভ। তারা তো বলেছেন, ক্রিমিন্যাল অফেন্সের তদন্তের ক্ষেত্রে দরকার হতে পারে এমন কয়েক হাজার লোকের ফিঙ্গার প্রিন্ট রাখে বিভিন্ন দেশ। আমেরিকাতেও ব্যাপারটি এভাবে গ্রহণ করা হয় না। এ ব্যাপারগুলো পরীক্ষা করে দরপত্রের স্পেসিফিকেশন পুনরায় প্রস্তুত করার দাবী তুলেছেন তাঁরা। ডাটাবেস যদি তৈরি করতে হয়, তবে এদের এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ হবে কাজটি বিদেশীদের হাতে যাওয়া।

আমরা মনে করি, এক্ষেত্রে পক্ষ-বিপক্ষ মনোভাব গ্রহন করা সমীচিন হবে না। একটা বিরাট কাজের সুযোগ জাতির পাওয়া উচিত, সে মেধা, প্রযুক্তি, দক্ষতা আমাদের আছে। এ শক্তিকে সংহত করার জন্য এ সময়ে চেষ্টা করলে যে ঐকমত ও জাতীয় শক্তি গড়ে উঠবে– তা দিয়ে আমরা তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে জগৎ জয়ের শক্তি পাবো। আজ সমগ্র জাতি ভাগ-বিভক্তি, সংঘাত ও অভিযোগে পীড়িত। আমরা আশা করবো, সম্মানিত বিচারপতিদের নেতৃত্বে পরিচালিত নির্বাচন কমিশন আরেকটা বিতর্ক ও সংঘাত এড়াতে পারবেন, এ জন্য মেধাগুলোর সাথে কর্মশক্তিগুলোকে মিলিয়ে সবচাইতে সুন্দর, সুলভ ও বাহুল্যবর্জিত ভাবে এ কাজটি করার পন্থা সার্বজনীন ভাবে সাব্যস্ত করা উচিত।

লেখক সম্পাদক : ☐ রেজাউল করিম ☐ আবদুল হালিম ☐ গোলাম নবী জুয়েল ☐ মোঃ হাসান শহীদ

উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল

সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা

নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ

সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আজাদ

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ

সম্পাদনা সহযোগী
☐ মোঃ জিয়াউদ্দিন ☐ মাসুদুর রহমান
☐ আসিফ মাহমুদ ☐ এইচ এস ফিরোজ
☐ জহিরুল করিম ☐ জহির হোসেন
☐ নীলা ইমাম ☐ রেহানা আখতার
☐ এ মল্লিকা রায় ☐ শম্পা মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি
তানভীর আহমেদ লেনিন	আমেরিকা
ডঃ খান মনজুর-এ-খোদা	কানাডা
ডঃ এস, মাহমুদ	বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী	অষ্ট্রেলিয়া
এ.এস.এম. আশরাফুল হক	চীন
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ	জাপান
আবুল কাশেম মিয়া	জাপান
এস, ব্যানার্জী	ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুজ্জোহা	সিংগাপুর
এন,এম, জামাল	সুইডেন
মোঃ হাফিজুর রহমান	হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ	মধ্যপ্রাচ্য

শিল্প নির্দেশনা ও প্রচ্ছদ : আশীষ অভিজিৎ
ক্যামেরা : ইয়াসীন বাবুল

কমপিউটার কম্পোজ :
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন: ৮৬৬৭৪৬ ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৬২১৯২

মুদ্রণে : আশিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।

জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
সালমা ফেরদৌস দীপি

উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক
এম. এ. হক অনু

প্রকাশক : নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড,
ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৮৬৬৭৪৬
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬২১৯২

দাম : প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা নগদ, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।